# 'জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আবাসন নীতিমালা-২০১৪'

বিষয়ঃ **জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন অফিসার্স/ষ্টাফ কোয়াটার বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা।**

এই নীতিমালা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আবাসন নীতিমালা-২০১৪ হিসাবে অভিহিত হবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বর্ণিত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। ইহা জারীর তারিখ হতে কার্যকর করা হবে।

১। **সংজ্ঞা (Definition)**

বিষয় ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী না হলে এই নীতিমালায়ঃ-

(ক) 'আইন' বলতে National Sports Council Act, 1974 (Act No. LVII Of 1974) কে বোঝাবে;

(খ) 'পরিষদ' বলতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কে বুঝাবে;

(গ) 'কর্তৃপক্ষ' বলতে পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী কিংবা কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা প্রয়োগ করার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাবে;

(ঘ) 'কর্মচারী' বলতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের যে কোন কর্মচারীকে কে বুঝাবে;

(ঙ) 'কর্মকর্তা' বলতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের যে কোন স্থায়ী/অস্থায়ী কর্মকর্তাদের কে বুঝাবে;;

(চ) 'কমিটি' বলতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আবাসন কমিটিকে কে বুঝাবে;;

(ছ) 'পরিবার' বলতে স্বামী, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, সৎ ছেলে-মেয়ে, স্বামী/স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল পিতামাতা, বোন ও নাবালক ভাইকে কে বুঝাবে;

(ঝ) 'বাসা' বলতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন নির্মিত ও নির্মিতব্য ভবনকে কে বুঝাবে;

(ঝ) 'উপভাড়া' (Sublet) বলতে পরিবারের সদস্য ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের ভাড়ার বিনিময়ে বাসায় থাকতে দেওয়া;

(ঞ) 'উৎপাত' (Nuisance) বলতে আবাসিক এলাকায় যে কোন ধরনের নেশা করা, জুয়া খেলা, অসামাজিক কাজে লিপ্ত হওয়া, এমন কাজ করা যার দ্বারা বসবাসরত কেউ বিরক্ত হন বা শান্ড়িপূর্ণ সহবস্থানে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে বা পরিষদের সুনাম ক্ষুন্ন হয়, বাসার পরিবেশ ও আশপাশ নোংরা রাখা ইত্যাদি বুঝাবে;

(ট) 'স্বাভাবিক' ভাড়া বলতে সংশি-ষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিষদ থেকে সর্বশেষ যে বাড়ি ভাড়া ভাতা উত্তোলন করেছেন বা প্রাপ্য ছিলেন কিংবা তার সমপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী যে বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য (যা প্রযোজ্য) + উক্ত রূপে প্রযোজ্য স্কেলের মূল বেতনের ৭.৫% বা ৫% (যা প্রযোজ্য) এবং সাধারণ সুবিধাদি অর্থাৎ বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন ইত্যাদির প্রকৃত বা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত বিলের অর্থ বুঝাবে।

২। **ভবনসমূহের নাম ও স্থান (Name and Location of Building)ঃ**

মিরপুরস্থ শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম কমপে- ক্স নির্মিত ভবনটি মিরপুর অফিসার্স কোয়ার্টার নামে অভিহিত হবে। এছাড়া খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, ফতুল-া, নারায়ণগঞ্জে নির্মিত ভবন ও টিনশেড যথাক্রমে স্টাফ কোয়ার্টার ও কর্মচারী টিনশেড নামে অভিহিত হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ভবিষ্যতে নির্মিতব্য ভবন যে কোন নামে নামকরণ করা যাবে।

৩। **আবাসন ভবনের ব্যবহার (Use of Residential Buildings)ঃ**

পরিষদ আবাসনের জন্য নির্মিত ভবন শুধুমাত্র পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাসস্থানের চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে।

৪। **প্রাপ্যতা (Entitlement) ঃ**

(ক) জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ অনুসারে নিম্নোক্ত গ্রেড ও স্কেলধারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের নামে পাশে বর্ণিত শ্রেণীর বাসা প্রাপ্য হবেনঃ-

| স্কেল | শ্রেণী | বাসার শ্রেণী | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| মূলবেতন- ১৩৯০০-২২,৪৪৯/- এর মধ্যে স্কেল- ১১,০০০-২০,৩৭০/- | ১ম শ্রেণী | অফিসার্স কোয়ার্টার | বর্ণিত স্কেলের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাগন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন। একই প্রক্রিয়ায় পরবর্তীতে ১ম শ্রেনী ১১০০০/- স্কেলে বা তদুর্ধ্ব স্কেলে উত্তীর্ণ ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন। |
| ৮০০০/- | ২য় ও ৩য় শ্রেণী | স্টাফ কোয়ার্টার | বর্ণিত স্কেলের ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন। একই প্রক্রিয়ায় পরবর্তীতে ৪৭০০/- টাকা বা তদুর্ধ্ব স্কেলে উত্তীর্ণ ৩য় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগন বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন। |
| ৪১০০/- | ৪র্থ শ্রেণী | কর্মচারী টিনশেড | অবস্থা বিবেচনায় ও আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীগন অগ্রাধিকার পাবেন। |

(খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণনের নামে নিজ পদমর্যাদা ও স্কেল অনুযায়ী অস্থায়ীভাবে বাসা বরাদ্দ করা হবে। স্বামী ও স্ত্রী দু'জনই চাকুরীরত থাকলে যে কোন একজনকে বাসা বরাদ্দ দেয়া হবে। এটি স্বামী বা স্ত্রী যে কোন একজন পরিষদে বা অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত থাকুক না কেন দু'ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবে স্বামী স্ত্রী ২ (জন) চাকুরীরত থাকলে জৈষ্ঠ্যতর চাকুরীজীবির নামে বাসা বরাদ্দ দেওয়া হবে।

(গ) পরিষদের ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ জেলায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বাসা বরাদ্দ পাওয়ার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবে। বাসা বরাদ্দ পাওয়ার জন্য প্রত্যেককে নির্দিষ্ট আবেদন ফরমে (সংযোজনী-১) আবেদন করতে হবে।

৫। **অগ্রাধিকার নির্ণায়ক (Preference Criteria).**

(ক) শ্রেণী ভিত্তিক জ্যৈষ্ঠতা, প্রয়োজনীয়তা ও পদের গুরুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ণয় করা হবে।

(খ) একই শ্রেণীর ক্ষেত্রে চাকুরীতে যোগদানের তারিখ সমান হলে প্রার্থীদের জন্ম তারিখের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নিরূপণ করা হবে।

(গ) সকল ক্ষেত্রে পরিষদের রাজস্বভূক্ত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনোনীত হবেন।

(ঘ) মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম, প্রতিবন্ধী ও উপজাতীয় প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবে।

৬। **আবাসন কমিটি (Housing Committee)ঃ**

(ক) বাসা বরাদ্দের জন্য একটি আবাসন কমিটি থাকবে, যা পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে গঠিত হবে।

(খ) কমিটি নীতিমালা অনুযায়ী বাসা বরাদ্দের সুপারিশ পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ থাকলে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরিচালক (প্রশাসন) অ্যাপিলিয়েটেড অর্থোরিটি থাকবেন।

(গ) কমিটি বাৎসরিক প্রয়োজন ও অভিযোগের ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত বাসা সমূহে তদন্ড় পরিচালনা করবে এবং আবাসন নীতির বাস্ড়বায়ন পর্যবেক্ষণ ও এ সংক্রান্ড় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭। বাসা **বরাদ্দ প্রাপ্তির অযোগ্যতা (Unfitness)ঃ**

নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা কর্মচারীগন বাসা বরাদ্দ প্রাপ্তির অযোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন।

(ক) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নামে বা তার পরিবারের সদস্যদের নামে ঢাকায় কিংবা নারায়ণগঞ্জে কোন বাড়ি থাকলে;

(খ) অনুচ্ছেদ-৫ এর (খ) মোতাবেক পূর্ব থেকেই স্বামী বা স্ত্রী পরিষদের বা অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাসা প্রাপ্ত হলে;

(গ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকুরী নূন্যতম ১(এক) বছর সময়কাল অতিক্রান্ড় না হলে ;

(ঘ) অবিবাহিত বা ব্যাচেলর হলে;

(ঙ) উপভাড়া প্রদানের দায়ে বাসা বরাদ্দ ইতোপূর্বে কখনো বাতিল হয়ে থাকলে ১২(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বরাদ্দ বাতিলের ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ড় না হলে;

## ৮। বাসার দখল গ্রহণ/প্রত্যার্পণঃ (Possession Receive/ Possession Back)

(ক) বাসার বরাদ্দপত্র (সংযোজনী-২) প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশি- ষ্ট প্রশাসককের কাছ থেকে বাসার দখল বুঝে নিতে হবে এবং বাসার মালামাল (ফিকচারস এন্ড ফিটিংস) বুঝে পাওয়ার একটি দখলপত্র (সংযোজনী-৩) স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় বরাদ্দ বাতিল বলে বিবেচিত হবে। তবে বরাদ্দ প্রাপকের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ সময় সর্বাধিক ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ড় বৃদ্ধি করা যাবে। প্রশাসককে বাসাটির দখল বুঝিয়ে দেওয়ার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে দখলপত্রের কপিসহ পরিচালক প্রশাসনকে অবহিত করতে হবে।

(খ) বাসার দখল প্রত্যার্পণ করতে চাইলে কমপক্ষে ০১ (এক) মাস পূর্বে পরিচালক (প্রশাসন)-কে লিখিতভাবে জানাতে হবে। দখল বুঝিয়ে দেয়ার সময় বাসার চাবি, মালামাল (ফিকচারস এন্ড ফিটিংস) সংশি–ষ্ট দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে দিয়ে প্রত্যার্পণপত্র (সংযোজনী-৪) গ্রহণ করতে হবে।

## ৯। উচ্চতর বা নিম্নতর শ্রেণীর আবাসনঃ (Allotment of Upper & Lower Class Residence)

(ক) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তার প্রাপ্য শ্রেণীতে বাসা বরাদ্দ করা সম্ভব না হলে বা উক্ত শ্রেণীর বাসা না থাকলে সাময়িক ভিত্তিতে উচ্চতর বা নিম্নতর শ্রেণীর বাসা বরাদ্দ করা যাবে। এক্ষেত্রে উচ্চতর শ্রেণীর বাসার জন্য উক্ত শ্রেণীর প্রাপ্যাধিকার সর্বনিম্ন স্কেলে এবং নিম্নতর বাসার ক্ষেত্রে সেই শ্রেণীর প্রাপ্যাধিকার সর্বোচ্চ স্কেলে বাসা ভাড়া দিতে বাধ্য থাকবেন। তার প্রাপ্য শ্রেণীতে বাসা তৈরি হলে অথবা খালি হলে এবং তিনি আবেদন করলে অথবা কমিটি ইচ্ছা করলে তার নামে প্রাপ্য শ্রেণীতে বাসা বরাদ্দ করতে পারবে।

(খ) উচ্চতর শ্রেণীতে বাসা পাওয়ার অধিকারী এমন কোন কর্মকর্তা পরিষদে যোগদান করলে অথবা পদোন্নতি পেলে তিনি যদি বাসা বরাদ্দের আবেদন দাখিল করেন সে ক্ষেত্রে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিম্নতর শ্রেণীতে বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী হওয়া সত্বেও তাঁকে উচ্চতর শ্রেনীতে বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে উচ্চতর শ্রেণীতে বরাদ্দকৃত বাসার বরাদ্দ বাতিল পূর্বক যোগদানকারী কর্মকর্তা অথবা পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ঐ বাসা বরাদ্দ দিতে পারবেন। তবে বরাদ্দ বাতিলকৃত কর্মকর্তাকে কমিটি তাঁর প্রাপ্য শ্রেণীতে বাসা বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে পারবে ।

(গ) কোন অবস্থাতেই একজন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার নামে ৩য় অথবা ৪র্থ শ্রেণীর বরাদ্দকৃত বাসা বরাদ্দ করা যাবে না। অনুরূপভাবে ৩য় অথবা ৪র্থ শ্রেণীর একজন কর্মচারীর নামে ১ম শ্রেণীর বরাদ্দকৃত বাসা বরাদ্দ করা যাবে না ।

## ১০। বাসা ফিটিংস সংক্রান্ড় (Fittings & Fixation)

(ক) বরাদ্দকৃত বাসার ফিটিংস অথবা ভেতরের সাজসজ্জা কোন ভাবে ক্রীড়া পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে পরিবর্তন করা যাবে না। তবে বরাদ্দ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ফিটিংস পরিবর্তনের ইচ্ছে ব্যক্ত করলে বরাদ্দকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসারে ফিটিংস পরিবর্তনের অনুমোদন গ্রহণ করে নিজ খরচে তা করতে পারবেন। বাসা প্রত্যার্পণ এর সময় উক্ত ফিটিংস স্থানান্ড়র করা যাবে না। ফিটিংস পরিবর্তনকালে অবশ্যই পরিষদের লাগানো ফিটিংস ষ্টোরে জমা প্রদান করতে হবে।

(খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বা স্বাভাবিক কারণ ব্যতীত ব্যক্তিগত কারণে বাসার মালামালের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হলে বা কোন জিনিস নষ্ট হলে বা হারানো গেলে বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষতি পূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। বর্তমান বাজার দর বিবেচনায় মাধ্যমে পরিষদ কর্তৃপক্ষ ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ নির্ধারণ করবেন।

(গ) বাসার সংস্কার প্রয়োজন দেখা দিলে পরিষদের পরিচালক (প্রশাসন)-কে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। বরাদ্দকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে পরিষদ এর সার্বিক বিষয়ে দায়িত্বশীল থাকবে।

১১। **বাসা পরিবর্তনঃ (Change of Allotment)**

(ক) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী পদোন্নতিজনিত কারণে উচ্চতর শ্রেণীর বাসা প্রাপ্য হলে বরাদ্দ পরিবর্তনের আবেদন করতে পারবেন।

(খ) কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বসবাসকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী একই শ্রেণীতে বরাদ্দ পরিবর্তনের আবেদন করতে পারবেন।

১২। **বরাদ্দ বাতিলঃ (Cancellation of Allotment)**

নিম্নোক্ত কারণে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বাসা বরাদ্দ বাতিল হতে পারে;

(ক) পারস্পারিক বদলঃ- কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী পারস্পর বাসা পরিবর্তন করলে;

(খ) বাসা হস্ড়ন্ড়রঃ- কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা তার পরিবার যদি বরাদ্দকৃত বাসায় না থাকেন এবং অন্য কাউকে থাকতে দেন;

(গ) **উপভাড়া (Sublet)ঃ** কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী তার বাসা উপভাড়া (Sublet) প্রদান করেছেন প্রমাণিত হলে;

(ঘ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা তার পরিবারের সদস্য উৎপাত করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ হলে;

(ঙ) বরাদ্দকৃত বাসা আবাসিক উদ্দেশ্য ব্যতিত কোন ব্যবসা বা পেশার জন্য ব্যবহার করা হলে;

১৩। **অবসর গ্রহণ, বদলী, পদত্যাগ ও চাকুরীচ্যুতি ইত্যাদির পর বরাদ্দ বহাল রাখাঃ- (Continuation of Allotment in case of Retirement, Transfer & Dismissal from Service)**

(ক) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভাগীয় পর্যায়ে অথবা ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বাহিরে বদলী হলে তিনি অবমুক্ত হওয়ার দিন থেকে ০২ (দুই) মাসের মধ্যে বরাদ্দকৃত বাসা প্রত্যর্পণ করতে হবে। উপরোক্ত ০২ (দুই) মাসের অতিরিক্ত সময় উক্ত বাসায় অবস্থানের আবশ্যক হলে বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিচালক (প্রশাসন) বরাবরে আবেদন পেশ করবেন। কর্তৃপক্ষ সঙ্গত ও সমীচীন মনে করলে উক্ত বাসায় তার অবস্থানের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০১(এক) বছর বৃদ্ধি করতে পারবে। এ সময় তাকে যথানিয়মে স্বাভাবিক ভাড়া প্রদান করতে হবে। তবে তিনি যদি নতুন কর্মস্থল থেকে বাড়ি ভাড়া ভাতা উত্তোলন করেন তা পে-অর্ডার/চালানের মাধ্যমে পরিষদের রাজস্ব শাখায় জমা দিতে হবে। বাড়ি ভাড়া ভাতা উত্তোলন না করলে সে মর্মে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরকৃত সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

(খ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী পিআরএল শেষ হওয়ার ০২ (দুই) মাসের মধ্যে বাসস্থানের দখল প্রত্যার্পণ করতে হবে। তবে যদি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্ড়নদের লেখাপড়ার কারণে বরাদ্দ বহাল রাখা একান্ড় আবশ্যক হয় অথবা অবসর গ্রহণ পরবর্তী তার প্রাপ্য উত্তোলন তখনো সম্ভব না হয় তাহলে দখলকারীর লিখিত আবেদন; ভোগকৃত গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ও টেলিফোন (যদি থাকে) ইতাদির প্রকৃত বা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত বিল এবং প্রতি মাসে তার সমপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিষদ হতে যে বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হন সে পরিমাণ অর্থ + বেতনের ৭.৫% বা ৫% (যা প্রযোজ্য) বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি অগ্রিম পরিশোধের অঙ্গীকারনামা সম্পাদন সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ আরও সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর সময় বর্ধিত করতে পারবে।

(গ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত থাকাকালীন (পিআরএল সহ) মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুর ০৬(ছয়) মাস মধ্যে মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিধবা স্ত্রী/সন্ড়ান বাসার দখল প্রত্যার্পণ করবে। যদি তাদের কোন পর্যাপ্ত আয়ের উৎস না থাকে তাহলে তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ অবস্থা বিবেচনায় বরাদ্দের সময়সীমা বৃদ্ধি সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর করতে পারবে। মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী জীবিত অবস্থায় যে সুযোগ ভোগ করেছিলেন তার বিধবা স্ত্রী/সন্ড়ানগণ এ সময়ে একই সুবিধা ভোগ করবেন।

(ঘ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরী ছেড়ে অন্যত্র চাকুরী গ্রহণ করলে/পদত্যাগ করলে তাকে ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাসস্থানের দখল প্রত্যার্পণ করতে হবে। এই ০৩ (তিন) মাস তিনি বাসার সুবিধা ভোগ করলে সর্বশেষ বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হিসেবে স্বাভাবিক ভাড়া প্রদান করবেন

(ঙ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরী থেকে বরখাস্ড়/অপসারিত হলে তিনি চাকুরীচ্যুতির ৩(তিন) মাসের মধ্যে বাসা প্রত্যর্পণে বাধ্য থাকবেন। একান্ড় প্রয়োজন দেখা দিলে এবং কর্তৃপক্ষ সদয় হলে সর্বাধিক আরো ০২ (দুই) মাস পর্যন্ড় এর মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাকে (১৩ এর (ঘ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ভাড়ার কম হবে না) অগ্রিম প্রদান করতে হবে।

১৪। **বৈদেশিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ বহাল রাখাঃ (Continuation of Allotment in case of Study Leave)**

(ক) শিক্ষার উদ্দেশ্যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিদেশে গমন করলে অথবা ঢাকা ত্যাগ করলে আবেদনকারীর আবেদন সাপেক্ষে তাঁর বরাদ্দ বহাল রাখা যাবে এবং এ জন্য তার পরিবারকে স্বাভাবিক ভাড়া প্রদান করতে হবে।

১৫। **পরিষদের সেবা কার্যক্রমঃ (Service from Parishad)**

(ক) পরিষদের হিসাব শাখা এলোটির কাছ থেকে বাসস্থানের স্বাভাবিক ভাড়া আদায় করবে এবং এর প্রকৃত হিসাব প্রতি অর্থবছরের ১৫ই জুনের মধ্যে পরিচালক (প্রশাসন)-কে অবহিত করবে।

(খ) বাসস্থানসমূহে পরিষদ কর্তৃক পৃথক বিদ্যুতের সাব-মিটার স্থাপন করা হবে। মিটার রিডিং অনুযায়ী সংশি□ষ্ট এলোটিগণ পরিষদের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে বিদ্যুৎ বিলের সাথে পানি ও পয়ঃনিষ্কাষণ ও পৌরকর পরিশোধ করবেন। রাজস্ব শাখা উক্ত বিল পরিশোধের প্রতিবেদন হিসাব শাখায় প্রেরণ করবে।

(গ) বাসস্থান ব্যবহার বাবদ পরিষদের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ হলে হিসাব শাখা প্রতি আর্থিক বছর শেষ হওয়ার ০২ (দুই) মাসের মধ্যে প্রত্যেক এলোটিকে 'না-দাবী সার্টিফিকেট' (No-Demand Certificate) (সংযোজনী-৫) প্রদান করবে।

(ঘ) যথানিয়মে পরিষদ কর্তৃক সকল আবাসিক ভবনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত যেমনঃ- চুনকাম/রং করা; প্রয়োজন নির্ভর পয়ঃনিষ্কাষণ করা; প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বা স্বাভাবিক কারণে ভবনের ক্ষতি সাধিত হলে সংস্কার করা; পানির লাইন, গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ সংক্রান্ড় সমস্যা মেরামত করা ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে।

(ঙ) পরিষদ আবাসিক ভবনসমূহের আশপাশের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবে। এলোটিগণ প্রবেশ পথ, সিঁড়ি, ছাদ ইত্যাদি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে।

১৬। **সংশোধনীঃ (Amendment)**

এই নীতিমালায় কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন/সংশোধন/সংযোজন প্রয়োজন হলে কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্ড়াবের ভিত্তিতে আবাসন কমিটির সিদ্ধান্ড় এবং পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে তা করা যাবে।

১৭। **রহিতকরণ ও হেফাজতঃ (Protect & Prevention)**

আবাসন সম্পর্কে ইতোপূর্বে গৃহীত ও জারীকৃত সকল বিধি/নির্দেশ/নিয়ম এতদ্বারা রহিত করা হল। এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার সময় পূর্ব বিধি/নিয়ম/নির্দেশের অধীনে কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকলে তা যতদূর সম্ভব এ নীতিমালা অনুসারে নিষ্পন্ন করতে হবে। পূর্ব বিধি/নির্দেশ/নিয়মসমূহ রহিতকরণ সত্ত্বেও পূর্ব বিধি/নির্দেশ/নিয়মে ইতোপূর্বে গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা কার্যক্রমের বৈধতা ক্ষুন্ন হবে না।

১৮। **অসুবিধা দূরীকরণঃ (Removal of Anomaly)**

আবাসন বিষয়ক কোন সমস্যার সমাধান এ নীতিমালায় না থাকলে সে সকল ক্ষেত্রে সরকারের আবাসন নীতিমালা অনুসরণ করা যাবে। যদি তাতেও সমাধান সম্ভব না হয় তা হলে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া যাবে। নীতিমালা কার্যকর করণের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সে সকল অসুবিধা দূরীকরণার্থে এ নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

(শিবনাথ রায়-যুগ্মসচিব)
সচিব
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।